ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

শ্লীলতাহানির দৃশ্যে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন কাজল

পৃঃ ৫

বিদায়ী টেস্ট সিরিজ খেলতে নেমেই ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ৩৪৩ ● কলকাতা ● ০২ পৌষ, ১৪৩০ ● মঙ্গলবার ● ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

আবগারি দুর্নীতি মামলায়

জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরীওয়ালকে তলব করল ইডি

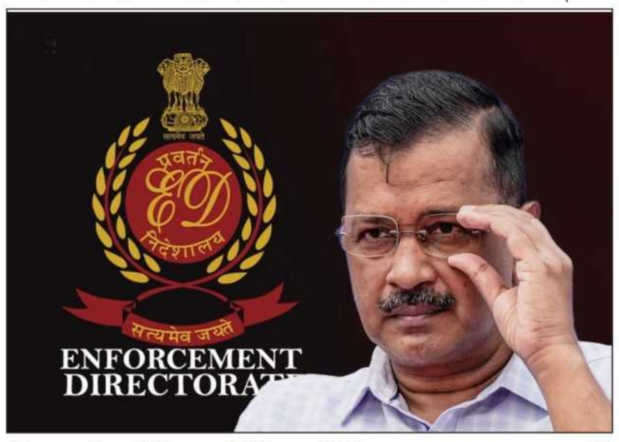

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে আবার দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টি (আপ) প্রধান অরবিন্দ কেজরীওয়ালকে সমন পাঠাল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। ওই মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামী বৃহস্পতিবার (২১ ডিসেম্বর) ইডির সদর দফতরে তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে। গত ১৬ এপ্রিল আবগারি দুর্নীতি মামলায় কেজরীওয়ালকে প্রায় সাড়ে ন'ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল আর এক কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। পরে এই মামলায় বেআইনি আর্থিক লেনদেনের খোঁজ পেতে সমান্তরাল তদন্ত শুরু করে ইডি। প্রসঙ্গত, আপ সরকারের আমলে আবগারি নীতি বদলে ফেলে কয়েকটি সংস্থাকে বেআইনি ভাবে সুযোগ পাইয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ।

গত বছরই বিতর্কের জেরে নয়া আবগারি নীতি বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছিল দিল্লির আপ সরকার। কিন্তু তার আগেই এ নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেন দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর ভিকে সাক্সেনা। এই মামলায় অন্যতম অভিযুক্ত হিসাবে নাম আছে ততকালীন দিল্লির উপমুখ্যমন্ত্রী সিসৌদিয়া এবং সাংসদ সঞ্জয়ের। এই মামলায় গত ফেব্রুয়ারিতে সিসৌদিয়া এবং অক্টোবরে সঞ্জয়কে গ্রেফতার করা হয়।এর আগে আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরীকে গত ২ নভেম্বর ডেকে

এরপর ৩ পাতায়

সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে চলতি অধিবেশনে

সাসপেন্ড হলেন ৪৭ জন সাংসদ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একদিনেই সাসপেন্ড ৩৩ জন সাংসদ। লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরী-সহ ৩৩ জনকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, অধিবেশন শুরুর পরেই পাস হয়ে যায় পোস্ট অফিস বিল। প্রতিবাদে তুমুল হট্টগোল শুরু করেন বিরোধীরা। তার জেরেই সাসপেনশনের খাঁড়া নেমে এসেছে ৩৩ সাংসদের উপরে।সাসপেন্ড হওয়ার পর সংবাদমাধ্যমের সামনে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন সাংসদরা। তাঁদের মতে, সংখ্যাগরিষ্ঠের বাহুবল কাজে লাগিয়ে বিরোধীদের কণ্ঠস্বর দমিয়ে রাখতে চাইছে সরকার। বিরোধীদের উপর বুলডোজার চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে চলতি অধিবেশনে সাসপেন্ড হলেন ৪৭ জন সাংসদ। তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই সংসদের নিরাপত্তা লঙ্ঘন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের জবাবদিহি চেয়েছিলেন। সোমবারও এই প্রসঙ্গে আলোচনা চেয়ে দুই কক্ষে মোট ২০টি নোটিস জমা পড়ে। কিন্তু আলোচনা তো দূর, উলটে সংসদ থেকে বিতাড়িত হলেন ৩৩ জন জনপ্রতিনিধি। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন জেডিইউ, আরএসপির সাংসদরা।

এই ইস্যুতে তোলপাড় হয়েছে রাজ্যসভাও। তবে এখনও পর্যন্ত সেখানে কোনও সাংসদকে বিতাড়িত করার খবর মেলেনি। যদিও বৃহস্পতিবার রাজ্যসভা থেকে গোটা অধিবেশনের জন্যই সাসপেন্ড হয়েছিলেন ডেরেক ও' ব্রায়েন। তৃণমূল সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে চেয়ে চিঠিও লিখেছেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে সেই আবেদনে কাজ হবে কিনা, তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। তালিকায় রয়েছেন তৃণমূলের ৫ সাংসদ। উল্লেখ্য, শীতকালীন অধিবেশনের শুরু থেকেই একের পর এক

এরপর ৩ পাতায়

মোদী-শাহের সঙ্গে আমার

ব্যক্তিগত সমস্যা নেই:মমতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক। তার পরে বুধবার রাজ্যের পাওনা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তার আগে সোমবার দিল্লিতে সাংবাদিক বৈঠকে 'তাতপর্যপূর্ণ' মন্তব্য করলেন তৃণমূলনেত্রী তথা বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতা সোমবার স্পষ্ট করে দেন, মোদী ও অমিত শাহের সঙ্গে তাঁর কোনও 'ব্যক্তিগত সমস্যা' নেই।মমতার এই দিল্লি সফরের দু'টি দিক রয়েছে। এক, লোকসভার লক্ষ্যে বিজেপি বিরোধী জোটকে আরও সঙ্ঘবদ্ধ করা। এবং দুই, রাজ্যের পাওনা আদায়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক। সেই প্রেক্ষাপটে মমতা বুঝিয়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর কোনও ব্যক্তিগত সমস্যা নেই। সবটাই 'রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত'।তবে বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের 'মতাদর্শগত সমস্যা' রয়েছে। মমতার কথায়, "বিজেপির পুরনো দিনের নেতারা সব কোথায় গেলেন? কেন তাঁরা আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকে যাচ্ছেন?"

অতীতেও মমতা একাধিকবার বলেছেন, অটলবিহারী বাজপেয়ীর বিজেপি এবং মোদী-শাহের বিজেপি এক নয়। উল্লেখ্য, বাজপেয়ী জমানায় কেন্দ্রে এনডিএ সরকারে গুরুত্বপূর্ণ দফতরের মন্ত্রী ছিলেন মমতা। বাজপেয়ী ও লালকৃষ্ণ আডবাণীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও জাতীয় রাজনীতিতে সুবিদিত। বাজপেয়ী তো মমতার কালীঘাটের বাড়িতেও এসেছিলেন। আডবাণীর

এরপর ৩ পাতায়

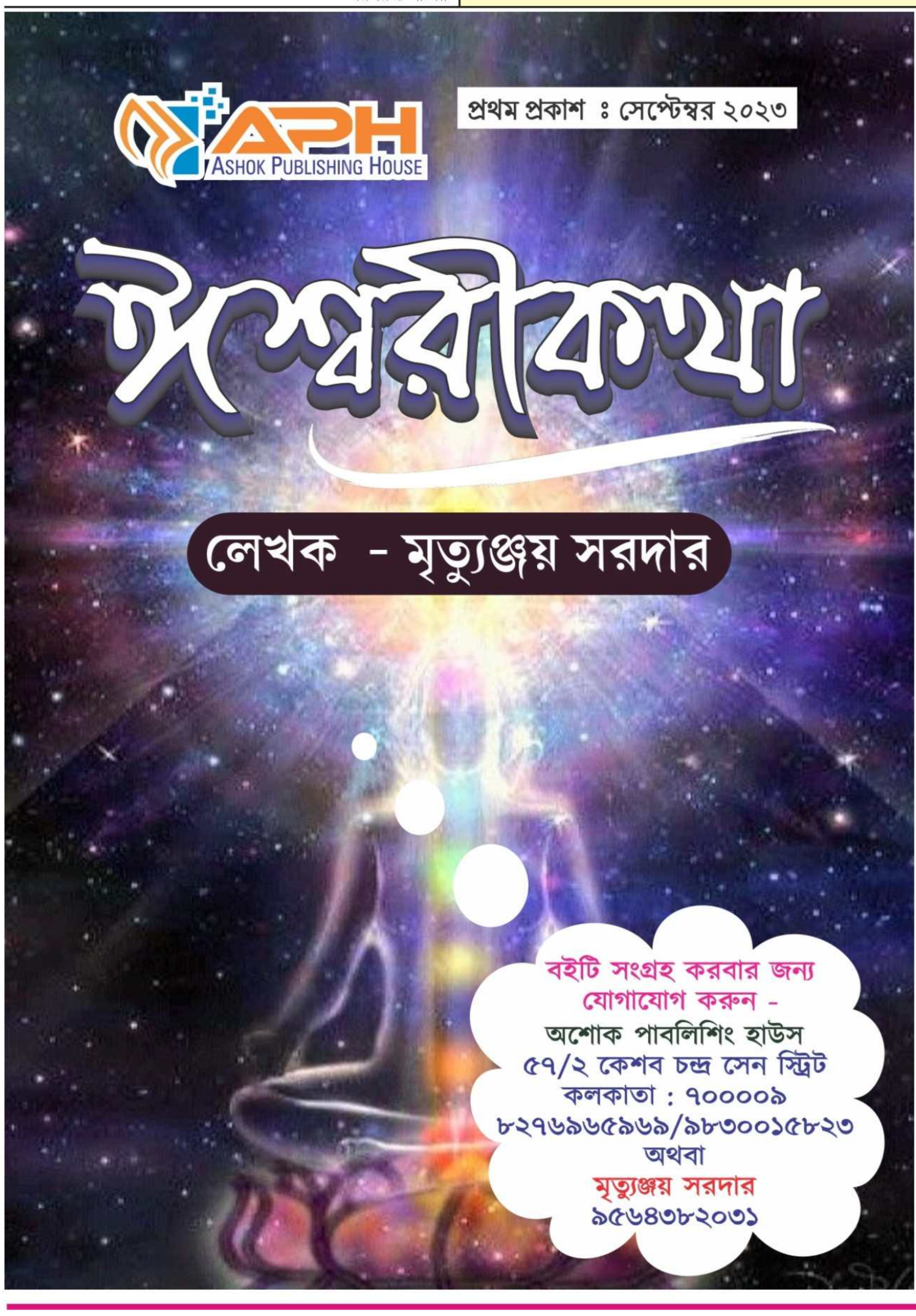

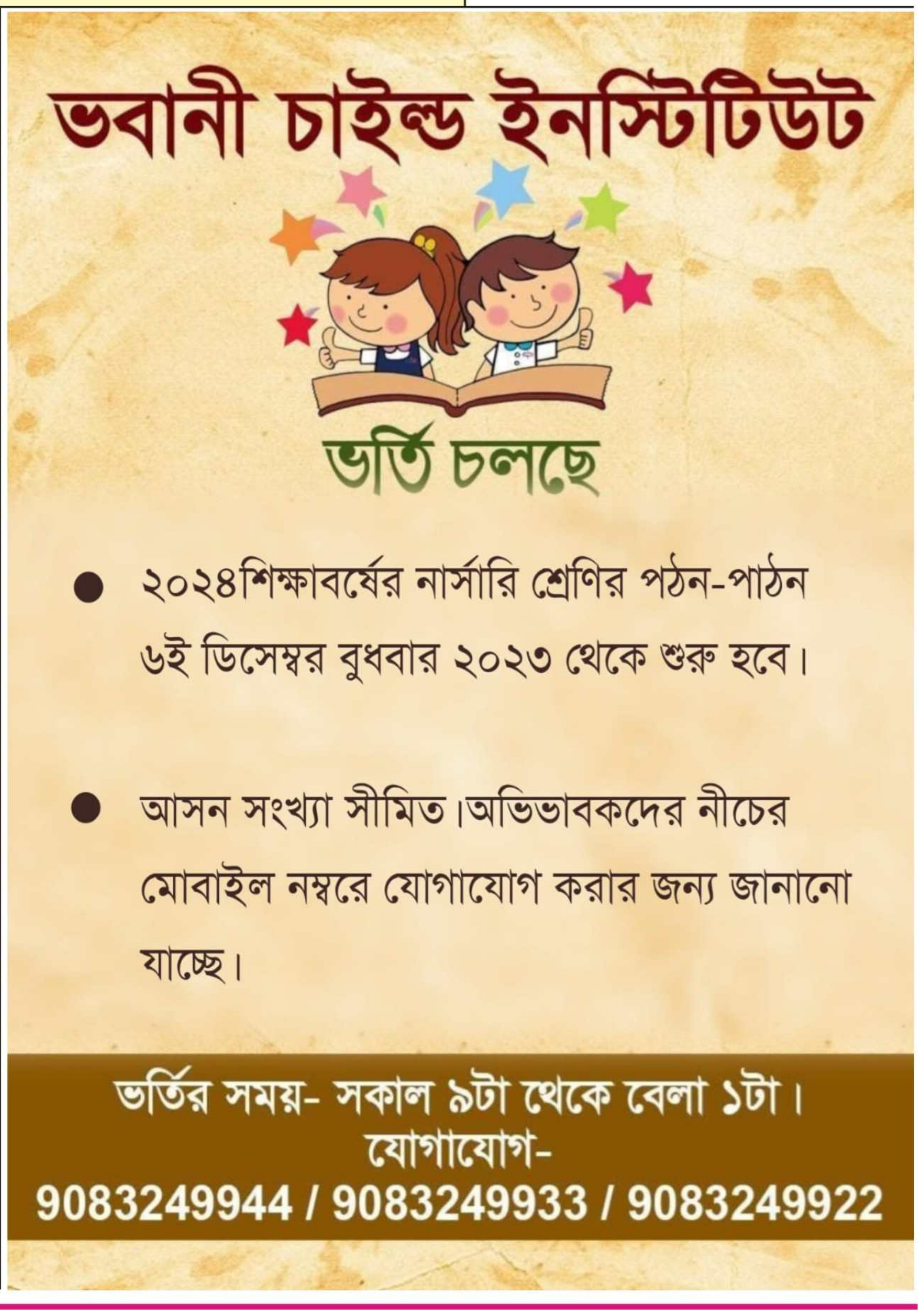

কুনাল বললেন, 'সিপিএমের মতো ঐতিহাসিক ভুল তৃণমূল করবে না'

সমীর দাস : নিউজ সারাদিন : এর আগে একাধিকবার তৃণমূল মুখপাত্র কুনাল ঘোষ বলেছেন,দেশের পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই কথাকেই আবার নতুন করে জাগিয়ে তুললেন তিনি। গতকালই তিনি বলেছিলেন, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা, আর তার পরে অভিষেক। এবার নতুন ইঙ্গিত দিলেন। আজ সাংবাদিক বৈঠকে আরও এক ধাপ এগিয়ে তিনি বললেন, 'যদি এর মাঝখানে মমতার হাতে দিল্লিতে কোনও গুরুদায়িত্ব চলে আসে, তাহলে রাজ্যের দায়িত্ব অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নেবেন।'

তৃণমূল মুখপাত্রের সোজাসাপ্টা বক্তব্য, ২০৩৬ সাল পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী থাকলে স্বাভাবিক অঙ্কেই জ্যোতি বসুর রেকর্ড ভেঙে দেবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৬ সালে জ্যোতি বসু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার বিষয়ে চর্চা শুরু হয়েছিল। যদিও শেষ পর্যন্ত তা আর হয়নি। শোনা যায়, সেই সময় সায় দেয়নি সিপিএম শীর্ষ নেতৃত্ব। প্রথম বাঙালি প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার স্বপ্ন হাতছাড়া হয়েছে বঙ্গবাসীর। কিন্তু কুণাল ঘোষ বুঝিয়ে দিলেন, সেই 'ঐতিহাসিক ভুলের' পথে এগোবে না তৃণমূল শিবির। তবে কি তৃণমূল ধরে নিয়েছে, ২০২৪ এ বিরোধী জোট ইন্ডিয়া জয়লাভ করে কেন্দ্রের শাসনভার গ্রহণ করবে? এমন প্রশ্ন উঠেছে চারিদিকে।

বড়দিনের উৎসবে মদ্যপ ব্যক্তিদের উপর নজরদারি চালাবে বার-রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড়দিন আর বর্ষবরণের উৎসবে মাততে কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে শহরজুড়ে। সাজছে রেস্তরাঁ, বার, পাব। তবে উৎসবের দিনে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে মদ্যপ ব্যক্তিদের গাড়ি চালিয়ে বাড়ি ফেরার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হচ্ছে। অতিরিক্ত মদ্যপান করলে সেই ব্যক্তিকে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসতে দেওয়া হবে না। হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন অফ ইস্টার্ন রিজিয়নের তরফে তাই তাঁদের সংগঠনের আওতায় থাকা প্রায় ১৫০০ হোটেল, বার, রেস্তঁরায় জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কোনও ব্যক্তি অতিরিক্ত মদ খেয়ে নিলে কোনওভাবেই যেন তাঁর হাতে গাড়ি না দেওয়া হয়। অন্য ক্যাব বা ট্যাক্সি ডেকে আগে তাঁকে বাড়ি ফেরানোর চেষ্টা করা হবে। বলা হবে, নিজের গাড়ি পরদিন এসে যেন নিয়ে তিনি নিয়ে যান। আর যদি গাড়ি ফেলে রেখে না যেতে চান, তা হলে অ্যাপের মাধ্যমে চালক ডেকে তাঁকে বাড়ি পাঠাতে হবে। সংগঠনের সভাপতি সুদেশ পোদ্দার বলেন, "ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের অ্যাডভাইসরি আমাদের সংগঠনের আওতায় থাকা সমস্ত বার-রেস্টুরেন্টকে পাঠিয়ে দিয়েছি। পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করে আরও নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।"অন্য গাড়ি ডেকে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হবে। তিনি গাড়ি ছেড়ে যেতে আপত্তি জানালে সেক্ষেত্রে চালক ভাড়া করে তাঁকে বাড়ি পাঠানো হবে। শহর-শহরতলির সমস্ত বার এবং রেস্তরাঁকে এই মর্মে নোটিস পাঠাচ্ছে হোটেল-রেস্তরাঁ সংগঠন।

তাঁরা জানিয়েছে, প্রতিবারই এই বড়দিনের সময় বার-রেস্তরাঁতে ভিড় বাড়ে। কে কতটা মদ্যপান করবেন, তা তো আর বার কর্তৃপক্ষ ঠিক করতে পারে না। কাউকে মদ খাওয়া থেকে বিরত করাও যায় না। তাই অতিরিক্ত মদ্যপান করলে সেই ব্যক্তিকে আর গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে বসতে দেবে না রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষ। হোটেলে থাকা বেয়ারারা গাড়ি বা চালক ডেকে দেবেন। ইতিমধ্যেই গাড়ির চালক সরবরাহের জন্য অ্যাপ চালু করেছে এক বেসরকারি সংস্থা। তাদের মাধ্যমেই চালক ভাড়া করে মদ্যপ ব্যক্তিকে নিজের গাড়ি দিয়ে ফেরত পাঠানো হবে। তার জন্য ওই ব্যক্তিকে মেটাতে হবে চালকের মজুরি, সঙ্গে তাঁর গন্তব্যে ফেরার খরচও।

পুলিশি নজরদারি তো থাকছেই। কিন্তু এবার বড়দিনের উতসবে মদ্যপ ব্যক্তিদের উপর নজরদারি চালাবে বার-রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষও। তার জন্য

এরপর ৩ পাতায়

৩০০০ করে টাকা দিচ্ছে কেন্দ্র সরকার, এই কার্ড থাকলেই কেল্লাফতে

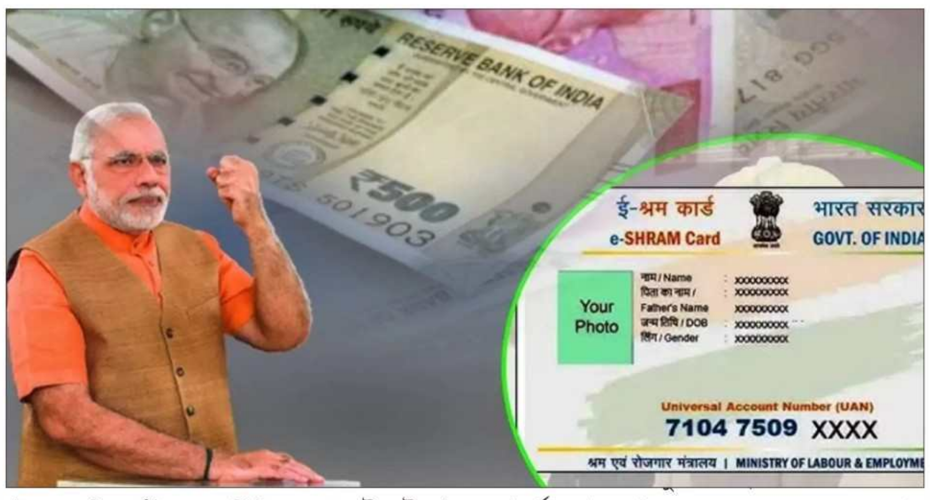

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতে এমন প্রচুর মানুষ আছেন যারা অসংগঠিত ক্ষেত্রগুলিতে কাজ করে নিজেদের পেট চালান। এই ক্ষেত্রগুলিতে যারা কাজ করে থাকেন, আমরা তাদের শ্রমিক বলে চিনি। আমাদের ভারতবর্ষে ৪০ কোটিরও বেশি মানুষ অসংঘঠিত ক্ষেত্রগুলোতে কাজ করে থাকেন। বেশিরভাগ সময়ই দেখা যায় এই বিপুল সংখ্যক মানুষের জন্য আর্থিক নিরাপত্তা বা ভবিষ্যতের সঞ্চয় বলে কিছুই নেই।এই প্রকল্পের বিশেষ সুবিধা গুলি হল, (১) আপনার বয়স ৬০ বছর হলেই আপনি প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। (২) কর্মরত অবস্থায় কোনো কারণে পঙ্গু হয়ে গেলে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য পাবেন। (৩) আবার যদি কর্মরত অবস্থায় মারা যান তাহলে ২ লক্ষ টাকাও পাবেন। ১৬ থেকে ৫৯ বছর বয়সী হলেই ই-শ্রম কার্ডে নাম নথিভুক্ত করা যাবে। এছাড়া যারা EPF এবং ESI এর যারা সুবিধা পান তারাও এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন।

ই-শ্রম কার্ড করার জন্য যে সমস্ত কাগজপত্র লাগবে সেগুলি হল, আধার কার্ড, মোবাইল নম্বর, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। এছাড়া এটি আবেদন করাও খুব সহজ। আপনি বাড়িতে বসেই এটি আবেদন করতে পারবেন। eshram.gov.in পোর্টালে গিয়ে সমস্ত তথ্য পূরণ করতে হবে। অথবা CSC সেন্টারে গিয়েও এই প্রকল্পের জন্য আবেদন করতে পারবেন।এই বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'এখনো পর্যন্ত দেশের ২০ কোটিরও বেশি মানুষ ই-শ্রম কার্ডে নাম নথিভুক্ত করেছেন। দেশের ২ কোটি মানুষ এই পরিষেবা পেতে শুরু করেছেন, এবং বাকিরাও এই পরিষেবা নিজের সংসার চালাবেন? এই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজে একদিন কামাই হলেই তাদের বেতন থেকে টাকা কেটে নেওয়া হয়। এই সমস্যার কথা চিন্তা করেই ভারত সরকার নিয়ে এসেছে ই-শ্রম কার্ড।কেন্দ্রীয় সরকার এই প্রকল্পটি অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মী ও সমাজের মানুষের সুবিধার জন্য বরাদ্দ করেছেন। এই কার্ডটিতে যদি আপনার নাম নথি ভুক্ত করেন তবে PMAY, PMJAY, PM Kisan সহ একাধিক কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পগুলির সুবিধা পাবেন। ই-শ্রম কার্ডে আপনার নাম নথি ভুক্ত থাকলে প্রতি মাসে ৩০০০ টাকা করে পেনশন পাবেন। এরসাথে আপনাদের বিভিন্ন বিমা, আয়ুষ্মান ভারত, কৃষকদের সাহায্য ইত্যাদি পেতে হলে ই শ্রম কার্ডে আপনার নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে এই ই-শ্রম কার্ডের পোর্টাল খোলা হয়েছে।

দৈনিক জাগরণ-এ দেওয়া সাক্ষাৎকার ভাগ করে নিলেন প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দৈনিক জাগরণ সংবাদপত্রে দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারের লিঙ্ক ভাগ করে নিয়েছেন।

সাক্ষাৎকারের লিঙ্কটি ভাগ করে নিয়ে প্রধানমন্ত্রী এক্স হ্যান্ডেলে এক পোস্টে লিখেছেন:

"জনতা জনার্দনের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে আমি জনকল্যাণ এবং সুশাসন মজবুত করার লক্ষ্যে নিরন্তর কাজ করে চলেছি। বিকশিত ভারতের সঙ্কল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকারের দৃঢ়প্রতিজ্ঞার বার্তা দৈনিক জাগরণ-এর সাক্ষাৎকারের এই লিঙ্কে পড়ুন...।"

শ্রী গীতা জয়ন্তী মহোৎসব

শ্রী তারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী : নিউজ সারাদিন : শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা গীতার আর্বিভাব বিশ্বের বুকে এক মহত্তম ও অবিস্মরণীয় বস্তু, দুর্দশার নিগড়ে আবদ্ধ জগদ্বাসীর জীবনে এক অভিনব অভ্যুদয়। চন্দ্রকিরণোচ্ছল সমুদ্রের মতো করুনা ধন্য জগৎ বাসীর জীবন নবজাগরণের জোয়ারে উদ্বেলিত হলো, সেই জাগরণের বিজয়গীতি হলো "শ্রীমদ্ভগবদ গীতা"। ভাব তাঁর সঞ্জীবন প্রবাহ, সুরে যৌবনের আবেগ, ভাষায় বিকশিত পুষ্পের কোমলতা, সৌরভ এবং লালিত্য। আর ব্যঞ্জনায় লোকালয়ে অলৌকিক লোকের সুদূরাগত প্রতিধবনি। মরজগতের সঙ্গে চিন্ময় জগৎ গোলক ধামের সেতুবন্ধ "শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা"। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা বিশ্ব সাহিত্যের স্বর্ণ সিংহাসনে অনন্য ও বহুল প্রচারিত। লীলাপুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় মুখ কমল নিঃসৃত দিব্য উপদেশাবলী শ্রীগীতা শাস্ত্রের মূল উপজীব্য বিষয়। কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মধ্যম পান্ডব অর্জুনকে উপলক্ষ্য করে জগৎ জীবের পরম কল্যাণ সাধনের জন্য শ্রীমদ্ভাগবদ গীতায় যে অমৃতময় পরম বীর্যবর্তী উপদেশাবলী পরিবেশন করেছেন তা বিশেষ সম্প্রদায় বা দেশ - কালের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা জাতি - ধর্ম- বর্ন- সম্প্রদায়- দেশ- কাল- পাত্র পরিস্থিতি অতিক্রম করে চিরভাস্বর হয়ে সার্বজনীন রূপে সদা সর্বত্রই বিরাজমান রয়েছে। অনুপম এবং অদ্বিতীয় এই সনাতন বৈদিক শাস্ত্র নিত্যধর্ম ও দর্শন মার্গে এক অত্যুজ্জ্বল আলোক বর্তিকা রূপে দীপ্যমান। বৈদিক শাস্ত্রে যত প্রকার কল্যাণ জনক সাধনার উল্লেখ আছে তার সমস্ত সাধন প্রনালীই ভাবগম্ভীর শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে। শ্রীগীতা শাস্ত্র মানবজীবনের প্রতি ক্ষেত্রে প্রতি পদে, ভগবদ উন্মুখী ও পরম কল্যানের প্রেরনা যোগায়। দুর্লভ মানব জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্যই হলো পারমার্থিক পথের সন্ধান লাভ। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা এই পারমার্থিক পরিক্রমার সঠিক পথের সন্ধান প্রদান করে। শ্রীমদ্ভাগবদ গীতা সংস্কৃতের আবরনে প্রকাশিত থাকলেও আজ তা জগতের সকল ভাষায় বহুমুখী ভাবব্যঞ্জনায় প্রায় সর্বত্রই উপস্থাপিত হয়েছে। আধ্যাত্মিক সচেতন আচার্যগন আজ শ্রীগীতা শাস্ত্রকে এক অনুপম পরম আস্বাদনের সূচনা করে দিয়েছেন।তাই শ্রীগীতা শাস্ত্র আজ বহুল প্রচারিত ও সমাদৃত। পরম মঙ্গলময়ী শ্রীগীতা জয়ন্তী মহামহোৎসব আজ জগতের দ্বারে দ্বারে শ্রীগীতার মঙ্গল বার্তা বিঘোষিত হয়ে বিজয় লাভ করুন। পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ গীতা রূপ পরমামৃত আস্বাদন করিয়ে তৃষ্ণার্ত জগদ্বাসীর তৃপ্তি বিধান পূর্বক পরমানন্দ দান করুন।

ইসকন মায়াপুরে গীতা জয়ন্তী উৎসব ২০২৩

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইসকন এর প্রধান কেন্দ্র শ্রীধাম মায়াপুর। শ্রীধাম মায়াপুর এখন বিশ্ববাসীর কাছে পারমার্থিক জ্ঞান আহোরনের অন্যতম পীঠস্থান। ভক্তিবেদান্ত গীতা অ্যাকাডেমী ভারতবর্ষে বিশেষত বাংলা, ইংরেজি, ও হিন্দি ভাষায় গীতা স্টাডি কোর্সের মাধ্যমে শ্রীল প্রভুপাদের গীতা ও ভাগবত পড়ার সুবর্ণ সুযোগ করে দিয়েছে। দেশ বিদেশের কয়েক হাজার ভক্তবৃন্দ গীতা জয়ন্তীর উৎসব উপলক্ষে অংশগ্রহণ করবেন।

প্রতিবছরের ন্যায় এবারও ১৭ ই ডিসেম্বর ২০২৩ রবিবার থেকে ২৩ শে ডিসেম্বর ২০২৩ শনিবার এই ৭ দিন ব্যাপী ২৭ তম গীতা জয়ন্তী মহোৎসব মহাসমারোহে যথাযথ মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হবে। গীতার জ্ঞানালোকে বিশ্ববাসীর হৃদয়কে উদ্ভাসিত ও গীতা অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবলকে বৃদ্ধি করতেই এই মহান উৎসবের আয়োজন। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আজ থেকে ৫১৫৬ বছর পূর্বে হরিয়ানার কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে অমিত শক্তিশালী ধনুর্ধর অর্জুনকে গীতার জ্ঞান দান করেছিলেন এই শুভ তিথিতে। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হতাশাগ্রস্ত অর্জুনের মধ্যে জ্ঞানগর্ভ কথোপকথনই গীতা ।সেই ঐতিহ্য স্মরণ করে প্রতিবৎসর এই উৎসব পালন করা হয়। গীতাকে বলা হয় মানব ধর্মতত্ত্বের একটি সংক্ষিপ্ত পাঠ। আজ থেকে ৫১৫৬ বছর পূর্বে ভগবদ্গীতার দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে প্রদান করলেও গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, এর পূর্বেও তিনি এই জ্ঞান অন্যকে প্রদান করেছিলেন।

ভগবদ্গীতা মানবজাতীর জন্য কৃষ্ণের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপহার। প্রকৃতপক্ষে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানবজাতীকে জড়-জাগতিক অজ্ঞতা থেকে উদ্ধার করা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুন যখন কৌরবপক্ষে তার আত্মীয়দের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে অসমর্থ, তখন কৃষ্ণ জীবনের সত্য এবং কর্ম, জ্ঞান, ধ্যান এবং ভক্তির দর্শন তাঁর কাছে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যার ফলে বিশ্বের অন্যতম বড় ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্গীতা প্রকাশিত হয়।

জাতি ধর্ম, বর্ণ ও রাজনৈতিক উর্দ্ধে মানবজাতির কল্যাণে গীতা পাঠ সকলের অবশ্য পাঠ্য। আত্ম- মুক্তি ও জগৎ কল্যাণ সাধনের জন্য গীতার অমৃতময় বানী বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমাদের এই সন্মিলিত প্রচেষ্টা। পাঠ্য পুস্তক হিসেবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গীতা পাঠের জন্য সুশীল সমাজের এবং সরকারের কাছে আমাদের একান্ত অনুরোধ, আপনারাও এই শুভ উদ্যোগে সামিল হোন।

বি. দ্র : ১২ দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত হবে গীতা মেলা, ২২ শে ডিসেম্বর ২০২৩ শুক্রবার থেকে ২ রা জানুয়ারি মঙ্গলবার ২০২৪ পর্যন্ত।

গলার টুটি চেপে স্ত্রীকে 'খুন', সিভিক ভলান্টিয়রের বিরুদ্ধে থানায় গেল মেয়ের বাড়ি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিজের স্ত্রীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল সিভিক ভলান্টিয়রের বিরুদ্ধে। মৃতের পরিবারের দাবি, রাত্রিবেলা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি থেকে খবর দিয়েছিল তাঁদের মেয়ে অসুস্থ। দ্রুত বধূর শ্বশুরবাড়িতে গেলে তাঁরা দেখতে পান মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছেন তাঁদের মেয়ে। গোটা ঘটনায় খুনের অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। মৃতের দাদা বলেন, "বিয়ের পর থেকে ঝামেলা হত। যেহেতু ও সিভিক ভলান্টিয়র সেই কারণে আমরা কোনও পদক্ষেপ করতে পারিনি। কালকে ফোন করে বলছে বোন নাকি গলায় দড়ি দিয়েছে। কিন্তু আমরা বুঝলাম গলার টুটি চিপে ধরে খুন করেছে।"ঘটনাস্থল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলি ব্লকের মৈপিট কোস্টাল থানার মধ্য গুড়গুড়িয়া এলাকার ঘটনা। মৃত মহিলার নাম টিয়া মণ্ডল। পরিবার সূত্রে খবর, বারো বছর আগে টিয়ার সঙ্গে বিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

সংসদের দুই কক্ষ মিলিয়ে চলতি অধিবেশনে সাসপেন্ড হলেন ৪৭ জন সাংসদ

সাংসদকে সাসপেন্ড করা হয়েছে।
বুধবার সংসদের মধ্যে স্মোক বম্ব নিয়ে দুই ব্যক্তির হানা দেওয়ার ঘটনা নিয়ে উত্তাল গোটা দেশ। এই ঘটনায় বিশেষ আলোচনা চেয়ে একাধিকবার সুর চড়িয়েছে বিরোধীরা। গত শুক্রবারও এই ইস্যুতে বিক্ষোভ দেখিয়ে সাসপেন্ড হয়েছিলেন ১৫ জন সাংসদ। সেই ধারা অব্যাহত থাকল সোমবারও। দুপুর পর্যন্ত অধিবেশন মুলতুবি থাকার পরে আলোচনা শুরু হয়। খানিকক্ষণের মধ্যেই একসঙ্গে ৩৩ জন সাংসদকে সাসপেন্ড করে দেন স্পিকার। সেই তালিকায় রয়েছেন সৌগত রায়, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় , অপরূপা পোদ্দার-সহ তৃণমূলের ৯ সাংসদ। এছাড়াও লোকসভায় কংগ্রেসের দলনেতা অধীর চৌধুরীও সাসপেন্ড হয়েছেন। জানা গিয়েছে, শীতকালীন অধিবেশনে আর যোগ দিতে পারবেন না তাঁরা।

১-ম পাতার পর

মোদী-শাহের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত সমস্যা নেই:মমতা

পরিবারের সঙ্গেও গভীর ব্যক্তিগত সখ্য ছিল মমতার। অনেকের মতে, মোদী-শাহ যে 'আগ্রাসী' ভঙ্গিতে দল এবং সরকার চালাচ্ছেন, মমতা তারই সমালোচনা করতে চেয়েছেন। মোদী-শাহকে নিয়ে মমতার সমালোচনা অবশ্য নতুন নয়। সম্প্রতি মোদী-শাহের নামোল্লেখ না করেও রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘকে বার্তা দিয়েছিলেন মমতা। নভেম্বরে দলের বিশেষ অধিবেশন থেকে তৃণমূলনেত্রী আরএসএসের উদ্দেশে বলেছিলেন, "আপনারা ধর্ম করুন, আমার কোনও আপত্তি নেই। আমার আপনাদের বিরুদ্ধে কোনও কিছু বলার নেই। কিন্তু দেশের জন্য যে লোক দু'টো সবচেয়ে ক্ষতিকারক, তাঁদের আর সাপোর্ট দেবেন না।' অনেকের মতে নাম না করলেও মমতা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কাদের কথা বলছেন।

১-ম পাতার পর

আবগারি দুর্নীতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য কেজরীওয়ালকে তলব করল ইডি

পাঠিয়েছিল ইডি।কিন্তু পাঁচ রাজ্যে বিধানসভা ভোটের প্রচারের কাজে ব্যস্ত থাকার কারণ দেখিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হননি আপ প্রধান। সেই সঙ্গে কেজরী তাঁকে তলব করার ঘটনাকে 'বেআইনি এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত' বলেছিলেন। ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার (১৯ ডিসেম্বর) দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী জোট 'ইন্ডিয়া'র বৈঠক। আর সেদিন থেকেই ১০ দিনের বিপাসনা কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন কেজরী।দিল্লির আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসৌদিয়া এবং আপ সাংসদ সঞ্জয় সিংহকে আগেই গ্রেফতার করেছে ইডি। ফলে কেন্দ্রীয় সংস্থাটি সমন পাঠানোর পরে কেজরীওয়ালের 'ভবিষ্যত' নিয়ে তৈরি হয়েছে জল্পনা। প্রসঙ্গত, ওই মামলায় আদালতে জমা দেওয়া দ্বিতীয় চার্জশিটে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর নাম উল্লেখ করেছিল ইডি। যা দেখে সরকারি মহলের একাংশের ধারণা, ক্রমশ 'বৃত্ত' ছোট করে আনছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাটি। আপ নেতৃত্ব আগেই অভিযোগ তুলেছিল, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে কেজরীকে গ্রেফতারের ছক কষেছে ইডি। তাই শেষ পর্যন্ত কেজরী ইডি-র ডাকে সাড়া দেবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে।

ভারতে আসা কোরিয়ান ভ্লগার তরুণীকে প্রকাশ্যে শ্লীলতাহানি

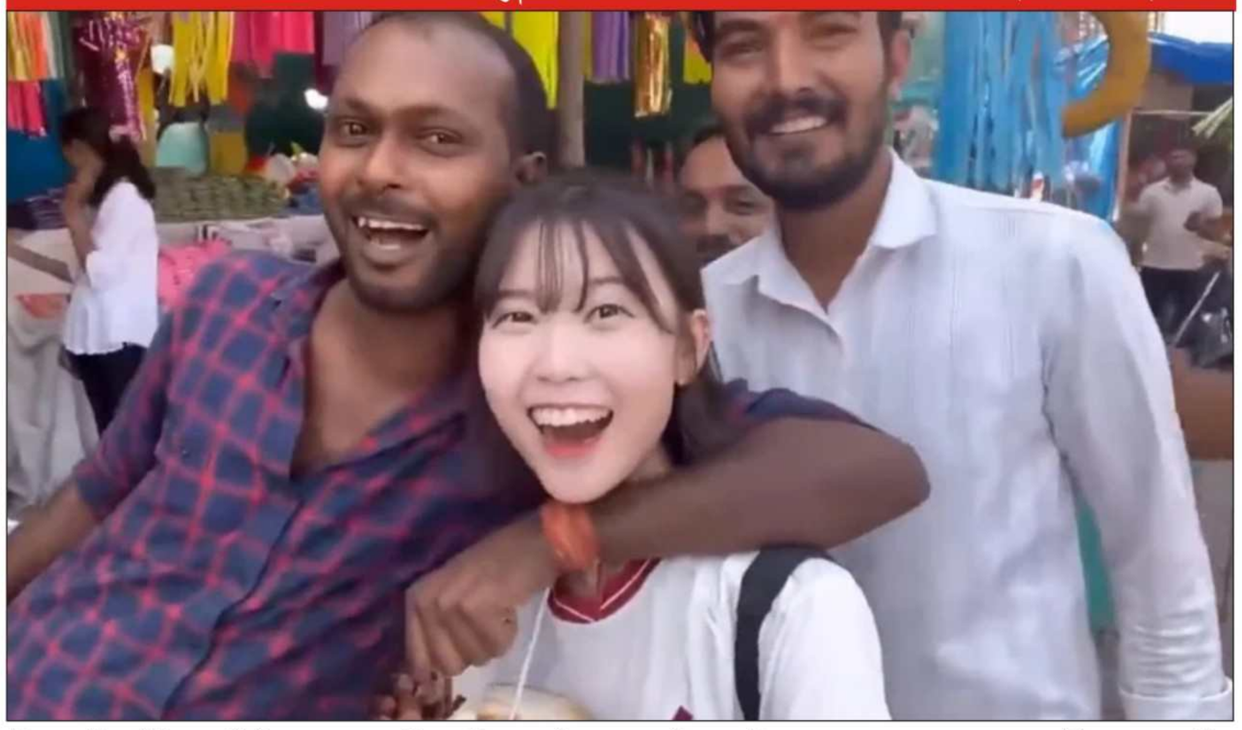

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বসুধৈব কুটুম্বকমে'র বার্তা দেয় যে দেশ, সেই ভারতই বিদেশী তরুণীর সঙ্গে চূড়ান্ত অভদ্র ব্যবহারে অভিযুক্ত। এবার মহারাষ্ট্রে কোরিয়ান ব্লগার তরুণীকে হেনস্তা করা হল। ভারতে বেড়াতে এসে উদ্বেগজনক অভিজ্ঞতা হল দক্ষিণ কোরিয়ার বাসিন্দা ওই ভ্লগারের। মহারাষ্ট্রের রাস্তায় ভিডিও করার সময় এক ব্যক্তি আচমকা তাঁকে জড়িয়ে ধরল।খানিক বাদে নিজের ভ্লগে কেলি মন্তব্য করেন, 'ওঁরা জড়িয়ে ধরতে খুবই পছন্দ করে।' যদিও দক্ষিণ কোরিয়ান ব্লগার এই বিষয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন কি না তা জানা যায়নি। তবে কেলির ব্লগের কমেন্ট বক্সে এমন ঘটনার জন্য ক্ষমা চেয়েছেন বহু ভারতীয়। এক ব্যক্তি লিখেছেন, 'ওই বদমাশ লোকটি যা করেছে তার জন্য একজন ভারতীয় হিসেবে আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি।' আরেকজন লিখেছেন, 'ভারতীয় হিসেবে এমন আচরণে ভীষণভাবে দুঃখিত। অনেক ভালোবাসা ভারতের তরফে। সাবধানে থাকুন।' নেটপাড়ায় নিন্দা হলেও কেলির ঘটনা যে ভারত সম্পর্ক খারাপ এবং ভ্রান্ত বার্তা দেবে গোটা বিশ্বকে তা বলাই বাহুল্য। এর আগে গত এপ্রিল মাসে আরও এক কোরিয়ান ব্লগার তরুণীকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছিল রাজস্থানের যোধপুর শহরে। ওই ঘটনায় সরব হয়েছিলেন দিল্লির মহিলা কমিশনের সভাপতি স্বাতী মালিওয়াল।গোটা ঘটনা দেখা গিয়েছে ভ্লগারের তোলা ভিডিওতেই। যা ভাইরাল হয়েছে সোশাল মিডিয়ায়। বিদেশী তরুণীর সঙ্গে অশ্লীল আচরণে নিন্দার ঝড় উঠেছে নেটপাড়ায়। ভ্লগার তরুণীর নাম কেলি। ভারত ভ্রমণে এসে মহারাষ্ট্রের রাস্তায় ঘুরছিলেন তিনি। ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, রাস্তার পাশের একটি দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলছেন। তখনই এক ব্যক্তি অযাচিতভাবে পিছন দিক থেকে কেলির গলার কাছে এক হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে। সেই ব্যক্তি অন্যদের বলে, 'দূরে কেন? এভাবে ওকে জড়িয়ে ধরুন।' কেলি অস্বস্তি বোধ করলেও বেশ খানিকক্ষণ তাঁকে জাপটে রাখে অভিযুক্ত।

বাজারের ২ সবজি বিক্রেতা আসলে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, পুলিশ ধরতেই শোরগোল মগরায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নতুন ২ ফুলকপি বিক্রেতাকে দেখে সন্দেহ হয়েছিল অন্য দোকানিদের। কয়েকদিন নজরদারি চালাতে সন্দেহ আরও গাঢ় হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। আর পুলিশি তদন্তে কেঁচো খুড়তে বেরলো কেউটে। জানা গেল, ফুলকপি বিক্রেতারা আসলে বাংলাদেশি। অবৈধ উপায়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করে জাঁকিয়ে বসার মতলবে ছিলেন তাঁরা।বিশেষজ্ঞদের মতে, বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছে। বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের ওপর বিদেশের ওপর নির্ভরতায় সেদেশে মুদ্রাস্ফীতির ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারছে না হাসিনা সরকার। যার ফলে বাংলাদেশ ছাড়ার হিড়িক পড়েছে। যার সব থেকে বেশি চাপ পড়ছে প্রতিবেশী দেশ ভারতের ওপরে।ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হুগলির মগরায়। মগরার গঞ্জবাজারের ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে বিকেলে বাজারে ২ অপরিচিত যুবককে ফুলকপি বিক্রি করতে দেখেন তাঁরা। স্থানীয় বাজারের দোকানিরা কম বেশি সবাই সবার চেনা। নতুন ২ মুখ দেখে তাঁদের সন্দেহ হয়। সন্দেহ হয় কথা বলার ধরণেও। কথায় কথায় সন্দেহভাজন ২ যুবক জানান তাঁরা দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপের বাসিন্দা। আলু চাষে কাজ করতে হুগলিতে এসেছেন। কিন্তু তাদের ব্যাখ্যায় সন্দেহ মেটেনি স্থানীয়দের। পরিচিত এক পুলিশকর্মীকে খবর দেন তাঁরা। পুলিশ এসে ২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করতেই বেরিয়ে পড়ে সত্য।বিপ্লব দাস ও রতন দাস নামে ওই ২ যুবক জানান, তাঁরা আসলে বাংলাদেশের চট্টোগ্রামের বাসিন্দা। অবৈধ উপায়ে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে অনুপ্রবেশ করেছেন তাঁরা। এর পরই ২ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতদের দাবি, পেটের তাগিদে ভারতে এসেছেন তাঁরা। তবে তা সহজে মানতে রাজি নয় পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে কী ভাবে ও কেন তারা অনুপ্রবেশ করেছেন তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা।

২ পাতার পর

গলার টুটি চেপে স্ত্রীকে 'খুন', সিভিক ভলান্টিয়রের বিরুদ্ধে থানায় গেল মেয়ের বাড়ি

হয় প্রদীপ মণ্ডলের। তিনি পেশায় সিভিক ভলান্টিয়র। দম্পতির দশ বছরের একটি পুত্র সন্তান রয়েছে।
অভিযোগ, রবিবার রাত্রিবেলা টিয়া বাপের বাড়ির কাছে শ্বশুরবাড়ির লোকজন খবর দেয় যে তাঁদের মেয়ে অসুস্থ। দ্রুত মেয়েকে দেখতে পৌঁছন বাবা-মা। এরপর সেখানে গিয়ে দেখতে পান ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছেন ওই মহিলা। মৃতের পরিবারের দাবি, টিয়াকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। খবর পেয়ে দেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের পাঠিনো হয়েছে। যদিও ঘটনার পর থেকে পলাতক প্রদীপ। পুলিশ সূত্রে খবর রবিবার রাত্রে পরিবারে অশান্তি হয়,পরে ঝুলন্ত অবস্থায় টিয়াকে উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতের পরিবারের তরফ থেকে খুনের অভিযোগ দায়ের হয়েছে।

২ পাতার পর

বড়দিনের উৎসবে মদ্যপ ব্যক্তিদের উপর নজরদারি চালাবে বার-রেস্তরাঁ কর্তৃপক্ষও

মোতায়েন থাকছে বিশেষ বেয়ারা। তাঁরাই অতিরিক্ত মদ খেয়ে ফেলা ব্যক্তি যাতে সুস্থভাবে বাড়ি ফিরতে পারেন তার ব্যবস্থা করে দেবেন। কলকাতা পুলিশের কর্তারা জানাচ্ছেন, মদ খেয়ে গাড়ি চালানো বন্ধ করতে জরিমানার পরিমাণ যেমন বাড়ানো হয়েছে, তেমনই শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে ব্রিথ অ্যানালাইজার দিয়ে চলছে পরীক্ষা। চালক এই যন্ত্রে ফুঁ দিলেই বোঝা যাবে তিনি মদ্যপ কি না! কিন্তু তাতেও মদ খেয়ে গাড়ি চালানো পুরোপুরি বন্ধ করা যায়নি। আর এখন উৎসবের মরশুম। বড়দিন, তারপর বর্ষবরণ। এই দিনগুলোতে রেস্তরাঁ, বার, পাব, ডিস্কোয় প্রচুর ভিড় হয়। অধিকাংশই গলা ভেজান সুরাতে। কিন্তু মদ খেয়ে গাড়ি চালালে বাড়ে দুর্ঘটনার সম্ভাবনা। তাই মদ্যপ অবস্থায় কারও হাতে যেন কোনওভাবেই স্টিয়ারিং না যায়, তা দেখা উচিত।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ৩৪৩ সংখ্যা ১৯ ডিসেম্বর, ২০২৩ মঙ্গলবার ০২ পৌষ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

সিআইডিতে ফোন জমা দিলেন না বিচারপতি সিংহের স্বামী

হাই কোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিংহের স্বামী প্রতাপচন্দ্র দে-র মোবাইল ফোন সোমবার জমা পড়ল না ভবানী ভবনে। পুলিশ সূত্রে খবর, তদন্তের প্রয়োজনে সোমবার বিচারপতির স্বামীর মোবাইল ফোন জমা দেওয়ার কথা ছিল সিআইডির কাছে। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনও মোবাইল জমা পড়েনি। প্রতাপের ঘনিষ্ঠ সূত্রে খবর, মোবাইলের বিষয়ে সিআইডি-কে চিঠি লিখে তিনি নিজের অবস্থান জানিয়েছেন।অন্য দিকে, রাজ্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টে বলা হয়, তদন্তের অবস্থা এবং অভিযোগ সম্পর্কে জানতে আগেই কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির কাছে একটি রিপোর্ট গিয়েছে। ন্যায়সঙ্গত ভাবেই তদন্ত পরিচালনা হচ্ছে। আবেদনকারীদের সমস্ত অভিযোগ বিবেচনা করে সতর্কতার সঙ্গে তদন্ত হচ্ছে। যদিও তার পরেও এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্ট রিপোর্ট চেয়েছে বলে প্রকাশ ওই প্রতিবেদনে।

গত ১ ডিসেম্বর প্রথম বার বিচারপতি সিংহের স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ। এর পর গত শনিবার দ্বিতীয় বার তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। রাজ্য পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ২২ ডিসেম্বর তাঁকে সিআইডির সদর দফতর ভবানী ভবনে যেতে বলা হয়েছে। সোমবার তাঁকে ফোন জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

ঘটনাচক্রে, বিচারপতি সিংহের বেঞ্চে রাজ্যের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি চলছে। নিয়োগ সংক্রান্ত মামলার শুনানিও চলছে সেই বেঞ্চে। এই মামলায় কিছু দিন আগেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আয়ের উতস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন বিচারপতি সিংহ। অভিষেকের সংস্থা 'লিপ্‌স অ্যান্ড বাউন্ডস' নিয়ে হাই কোর্টে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি।সিআইডি সূত্রে খবর, যে মামলায় বিচারপতির স্বামীকে ডেকে পাঠানো হয়েছে, সেটি সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন। অভিযোগ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে একটি অপরাধের মামলায় অবৈধ ভাবে হস্তক্ষেপ করেছেন বিচারপতির স্বামী, যিনি পেশায় আইনজীবী। ৬৪ বছরের এক বিধবা এবং তাঁর মেয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে সিআইডি তদন্তের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট। পরে অবশ্য এই মামলায় বাড়তি পদক্ষেপ করা যাবে না বলে জানায় সুপ্রিম কোর্ট। তবে গত ১ ডিসেম্বর শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করতে পারবে পুলিশ।আইন সংক্রান্ত বিষয়ে খবরাখবর পরিবেশনকারী সংবাদমাধ্যম 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এ প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, নভেম্বর মাসের শুনানিতে পশ্চিমবঙ্গের সিআইডিকে 'ভয়ডরহীন' ভাবে তদন্ত চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালতের বিচারপতি সঞ্জীব খন্না এবং বিচারপতি এলভিএন ভাট্টির ডিভিশন বেঞ্চ। পাশাপাশি, কোনও প্রভাব খাটানোর চেষ্টা হলে সেটাও শীর্ষ আদালতকে জানানোর কথা বলা হয়। তদন্ত শেষ করে ডিসেম্বরের মধ্যে মুখবন্ধ খামে তথ্য পেশের নির্দেশ দেয় সুপ্রিম কোর্ট।

সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, একটি জমি সংক্রান্ত বিষয়ে ওই বিধবার সঙ্গে তাঁর কয়েক জন আত্মীয়ের বিরোধ শুরু হয়। মামলা গড়ায় আদালতে। আবেদনকারী সুপ্রিম কোর্টে জানান, পৈতৃক সম্পত্তি থেকে তাঁকে বঞ্চিত করার জন্য বাপের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন দাদা এবং অন্যান্য আত্মীয়। সুপ্রিম কোর্টে ওই বিধবার আইনজীবী জানান, তাঁর মক্কেলকে একাধিক বার হুমকি দেওয়া হয়েছে। এমনকি, বৃদ্ধাকে যে মারধর করা হয়েছে, তার প্রমাণ রয়েছে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে। এর প্রেক্ষিতে ওই বৃদ্ধা আত্মীয়দের বিরুদ্ধে দু'টি ফৌজদারি অভিযোগ করেন।বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এর ওই প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিবাদী পক্ষের আইনজীবী তদন্তকারীদের উপর বেআইনি ভাবে প্রভাব খাটান বলে অভিযোগ করেন বিধবা। অভিযোগ, দু'টি মামলার তদন্ত যাতে বাধাপ্রাপ্ত হয়, তার সব রকম চেষ্টা করেছেন বিচারপতি সিংহের স্বামী। ফলস্বরূপ, ওই দু'টি মামলার তদন্ত প্রক্রিয়াই বাধাপ্রাপ্ত হয়। শুধু তাই নয়, বিচারপতি সিংহের বিরুদ্ধেও অভিযোগ করেন মামলাকারীরা।সংশ্লিষ্ট প্রতিবেদন অনুযায়ী, আবেদনকারীরা তার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন। তাঁরা আর্জি জানান, আইনজীবী কিংবা তাঁর বিচারপতি স্ত্রীর প্রভাব ছাড়াই দু'টি ফৌজদারি অভিযোগের যাতে সঠিক ভাবে তদন্ত হয়, তার নির্দেশ দিক শীর্ষ আদালত। তদন্ত নিশ্চিত করার নির্দেশও চেয়েছিলেন। আবেদনে এ-ও অভিযোগ করা হয় যে, ওই দুই মামলার প্রাথমিক তদন্তে এক জন অভিযুক্ত গ্রেফতার হওয়ার পরেও তদন্তের গতি রুদ্ধ হয়েছে। হলফনামায় জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট তদন্তকারীকে এক বার ডেকে তিরস্কার এবং ভতর্সনা করেছেন বিচারপতি। তিনি নাকি বলেছেন, ওই দু'টি দেওয়ানি মামলায় কেন ফৌজদারি মামলার তদন্ত হচ্ছে? 'বার অ্যান্ড বেঞ্চ'-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, সম্প্রতি মামলাকারীর আবেদনে প্রার্থনা জানানো হয় যে, শীর্ষ আদালত যেন বিচারপতি এবং আইনজীবী স্বামীর ওই কাজের জন্য তদন্তের নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি, মামলাকারীরা পর্যাপ্ত পুলিশি সুরক্ষার আবেদন জানিয়েছেন।

সরস্বতী দেবী এক নামে দুটি অর্থ বহন করে চলেছে আজও

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

পুস্তক ও বীণা ধারিণী এই দেবী বাঙালির মানসলোকে এমন এক প্রতিমূর্তিতে বিরাজিত, যেখানে কোনো অন্ধকার নেই, নেই অজ্ঞানতা বা সংস্কারের কালো ছায়া। সরস্বতী দেবীকে হিন্দুরা পূজা করলেও সে কারণেই সব বাঙালির কাছে 'বিদ্যা' নামক অব্যাখ্যাত শব্দটির প্রতীক এই সরস্বতী। আজও কথিত প্রচলন আছে,পূজার দিন লেখাপড়া একেবারেই নিষেধ থাকে। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

আদিবাসীদের অধিপত্য দেব ও দেবী হচ্ছে শিব , কালী আর মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

কেন, এর চালনা শক্তি থাকলেই চলে। সে কারণে এক স্ট্রার দুই সৃষ্টি, এই মহাশক্তি কি আমরা ভিন্ন রূপে আরাধনা করি। কখনো দেবী দুর্গা, কখনো মা মনসা, কখনো তারা মা, আবার কখনো শিব, কখনো সভ্যতার প্রাকৃতিক রূপে। তবে মনস্‌ শব্দের স্ত্রী লিঙ্গে ও আপ্‌ প্রত্যয় করে মনসা শব্দের ব্যুৎপত্তি। সুতরাং এই দিক থেকে মনসা মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। দেবী ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ পুরান বলেন সর্প ভয় থেকে মনুষ্যদের উদ্ধারের জন্য পরম পিতা ব্রহ্মা কশ্যপ মুনিকে বিশেষ মন্ত্র বিশেষ বা বিদ্যা আবিস্কারের কথা বলেন। হয়তো এখানে বিষের ঔষধ আবিস্কারের কথা সেই সাথেও বলা হয়। কশ্যপ মুনি এই বিষয় নিয়ে গভীর ভাবে চিন্তা ভাবনা করছিলেন। তখন তাঁর মন থেকে এক দেবীর সৃষ্টি হয়। তিনটি কারনে দেবীর নাম হয় মনসা।

সা চ কন্যা ভগবতী কশ্যপস্য চ মানসী।

তেনৈব মনসা দেবী মনসা বা চ দীব্যতি ।।

মনসা ধ্যায়তে যা চ পরমাত্মানমীশ্বরম।

তেন যা মনসা দেবী তেন যোগেন দীব্যতি ।।

আত্মারামা চ সা দেবী বৈষ্ণবী সিদ্ধযোগিনী ।' ---- (দেবীভাগবত পুরাণ)

প্রথমতঃ মনসা কশ্যপ মুনির মানস কন্যা, কেননা চিন্তা ভাবনার সময় মুনির মন থেকে উৎপন্না। দ্বিতীয় মানুষের মন তদীয় ক্রীড়া ক্ষেত্র, তৃতীয়তঃ নিজেও মনে মনে পরমাত্মার ধ্যান করেন বলে দেবীর নাম মনসা। মন মানুষের শত্রু আবার মন মানুষের মিত্র হতে পারে। "মন এব মনুষ্যানাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।" মন যদি শুদ্ধ, একাগ্র চিত্ত, নিজ বশীভূত, ভগবৎপরায়ণ হয় - ত সেই মন মোক্ষের কারন। তাই এই মনকে 'মিত্র' বলা যাবে। কিন্তু মন যদি অশুদ্ধ, চঞ্চল, ইন্দ্রিয় পরায়ণ, ভগবৎ বিমুখ হয়- ত সেই মন নরক গমনের হেতু। এই মন হল শত্রু মন। কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন - তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল। তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর, হিতকর, ভগবানের কথা- ইত্যাদি মনে ভাবনা চিন্তা করতে হবে।মনসা আদিবাসী দেবতা। পূর্বে শুধু নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের মধ্যে তাঁর পূজা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে উচ্চবর্ণীয় হিন্দুসমাজেও মনসা পূজা প্রচলন লাভ করে। মনসার সাথে উচ্চবর্ণের ব্রাহ্মণদের আত্মীয়তা কীভাবে গড়ে উঠলো সেই কথাটা একটু বলি। বর্তমানে মনসা আর আদিবাসী দেবতা নন, বরং তিনি একজন হিন্দু দেবীতে রূপান্তরিত হয়েছেন। হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। খ্রিষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ মনসাকে শিবের কন্যারূপে কল্পনা করে তাঁকে শৈবধর্মের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই সময় থেকেই প্রজনন ও বিবাহ রীতির দেবী হিসেবেও মনসা স্বীকৃতি লাভ করেন। কিংবদন্তি অনুযায়ী, শিব বিষপান করলে মা তারা তাকে বুকের দুগ্ধ পান করিয়া তাঁকে রক্ষা করেন, সেই থেকে তিনি বিষহরি নামে পরিচিতা হন তারা মা, সেই থেকে গৃহস্থ গৃহের তারামা স্বয়ং মনসা দেবী। তাঁর জনপ্রিয়তা দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মনসার পূজকেরা শৈবধর্মের প্রতিদ্বন্দ্বিতাতেও অবতীর্ণ হন। শিবের কন্যারূপে মনসার জন্মকাহিনি এরই ফলশ্রুতি। এর পরেই হিন্দুধর্মের ব্রাহ্মণ্যবাদী মূলধারায় মনসা দেবীরূপে স্বীকৃতিলাভ করেন। শ্রী আশুতোষ ভট্রাচার্য তার মনসামঙ্গল নামক সংকলন গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন- 'এখন দেখিতে হয় পশ্চিম-ভারতের 'মনসা' নামটি কখন হইতে জাঙ্গুলী দেবীর পরিবর্তে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। পূর্বেই বলিয়াছি জাঙ্গুলির সঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের সম্পর্ক ছিল, তিনি তান্ত্রিক বৌদ্ধ দেবী ছিলেন। পাল রাজত্বের অবসানে সেন রাজত্বের যখন প্রতিষ্ঠা হইল, তখন এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের বিলোপ ও তাহার স্থানে হিন্দুধর্মের পুনরাভ্যুত্থান হইয়াছিল, সেই সময়ে যে সকল বৌদ্ধ দেবদেবীকে নুতন নাম দিয়া হিন্দুসমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হইয়াছিল, এই সর্পদেবী তাহাদের অন্যতম। বৌদ্ধ সংস্রবের জন্য তাঁহার জাঙ্গুলী নাম পরিত্যাক্ত হয় এবং তাহার পরিবর্তে মনসা নামকরণ হয়। বাংলার পূর্বোক্ত অর্বাচীন পুরাণগুলি ইহার কিছুকাল মধ্যেই রচিত হয় এবং তাহার মধ্য দিয়া মনসাকে শিবের কন্যারুপে দাবী করিয়া হিন্দু-সমাজের মধ্যে গ্রহণ করা হয়।'

মনসা দেবী বা সর্প দেবী হিসাবে পুজা বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্ম থেকে এসেছে বৌদ্ধ গ্রন্থেই সর্প দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায় । 'বিনয়বস্তু' ও 'সাধনমালা' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে সর্পের দেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে সর্পের দেবীর বর্ণনা আছে। 'সাধনমালা' গ্রন্থে সর্প দেবীকে 'জাঙ্গুলি' বা 'জাঙ্গুলিতারা' বলে উল্লেখ করা আছে। প্রাচীন যুগে সাপের ওঝাকে বলা হতো জাঙ্গুলিক (বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস --- ডঃ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)। দক্ষিণ ভারতে দ্রাবিড় জাতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী হলেন 'মঞ্চাম্মা' বা 'মনোমাঞ্চী'। পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীর মতে মঞ্চামা নাম থেকেই 'মনসা' নামের উৎপত্তি। আবার ডাঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বৌদ্ধ সর্প দেবী জাঙ্গুলিকেই 'মনসা' বলে মানেন। তাঁর মতে -- "অত্যন্ত প্রাচীনকাল হইতেই এই পূর্ব ভারতীয় বৌদ্ধ সমাজে জাঙ্গুলীদেবীর পূজা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধনার সূত্র গ্রন্থ 'সাধনমালা'-তে এই জাঙ্গুলী দেবীর পূজার প্রকরণ ও তাহার মন্ত্রের সম্বন্ধে বিস্তৃত উল্লেখ আছে। তাহা হইতে সহজেই অনুমতি হইতে পারে যে, এই জাঙ্গুলীদেবী বর্তমানে সমাজে পূজিতা সর্প দেবী।" গবেষকদের মতে মনসা অনার্য দেবতা, পরে আর্য দের পুরানে স্থান পেয়েছেন। গবেষকরা বলেন বঙ্গদেশ ছিল জঙ্গলে ভরা। সাপের উপদ্রব ছিল বেশী। বাংলা ছিল কৃষি প্রধান। এই বিষাক্ত সাপেদের সাথেই তাঁদের বসবাস ও দ্বন্দ্ব। একটি বিষাক্ত প্রানী, যার ছোবোলেই মৃত্যু। তাই 'মনসা পূজা' বঙ্গদেশে বিশেষ প্রসার পায়। ত্রিপুরা, ওড়িশা, আসাম, দুই বঙ্গ, বিহারে এই পূজোর প্রচলন বেশী। হিমালয়ের পাদদেশে জঙ্গলে ছিল সাপেদের অবাধ বিচরণ ভূমি। মানুষের বসতি বাড়লো, সাপেদের সাথে সংঘাত বাড়লো। প্রথমে নিম্ন জাতির মধ্যে এই পূজোর প্রসার থাকলে কালক্রমে ব্রাহ্মণ্য দেবী হয়ে ওঠেন মা মনসা।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

শ্লীলতাহানির দৃশ্যে অভিনয়ের অভিজ্ঞতা জানালেন কাজল

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অভিনয় ক্যারিয়ারে অসংখ্য দর্শকপ্রিয় সিনেমা উপহার দিয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী কাজল। গল্পের প্রয়োজনে নানা ধরনের দৃশ্যে অভিনয় করেছেন তিনি। এই গুণী অভিনেত্রী এবার মুখ খুললেন 'শ্লীলতাহানি' কিংবা 'হেনস্তার' দৃশ্যে অভিনয় করা নিয়ে। নেটফ্লিক্স ফিল্ম অ্যাক্টরস রাউন্ড টেবিলে যোগ দিয়েছিলেন কাজল, সেখানে এমন মন্তব্য করেন তিনি। নিজের অভিজ্ঞতা জানিয়ে কাজল বলেন, যে দৃশ্যে আমার শ্লীলতাহানি করা হয় কিংবা আমাকে হেনস্তা করা হয়- সেরকম দৃশ্যে আমি যখন অভিনয় করি তখন আমার অস্বস্তি হয়। তবে অতীতে আমি এই ধরণের দৃশ্যে অভিনয় করেছি; এমনটা নয় যে করিনি। কিন্তু বিশ্বাস করুন, সেগুলো খুব যন্ত্রণাদায়ক অভিজ্ঞতা। নিজের অভিনয় দক্ষতা বোঝানোর জন্য ওই দৃশ্যের দরকার নেই।

তিনি আরও বলেন, অভিনেত্রী হিসেবে আমি যখন যে দৃশ্যটা করছি, আমি সেটা অনুভব করি। আমরা নিশ্চয় অভিনেতা। তবে আমার ব্যক্তিগত বিশ্বাস ক্যামেরা মানুষের তৈরি একটা অদ্ভুত ম্যাজিক, যদি আপনি নিজের কাজের সঙ্গে সৎ না থাকেন, তাহলে ক্যামেরা তা ধরে ফেলে।

উল্লেখ্য, চলতি বছর মুক্তি পেয়েছে কাজল অভিনীত 'লাস্ট স্টোরিজ টু'। নেটফ্লিক্সের এই সিনেমায় বৈবাহিক ধর্ষণের শিকার হতে দেখা যায় কাজলকে। স্বামীর হাতে শারীরিক নির্যাতনেরও শিকার হন তিনি। তবে সেই দৃশ্যগুলো দুর্দান্তভাবে পর্দায় তুলে ধরেছেন কাজল। তাছাড়া 'বাজিগর', 'ইশক', 'দুশমন'-এর মতো সিনেমায়ও এ ধরনের দৃশ্যে তাকে অভিনয় করতে দেখা গেছে।

এবার সালমানের নায়িকাকে প্রাণনাশের হুমকি!

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : চলতি বছরের শুরু থেকে লাগাতার প্রাণনাশের হুমকি পেয়েছেন সালমান খান। এরপর থেকে জোড়াল করা হয়েছে তাঁর নিরাপত্তা। এরপর বুধবার তার কিসি কি ভাই কিসি কা জান' ছবির নায়িকা পূজা হেগড়েকে হত্যার হুমকির খবর ছড়িয়ে পড়েছে। তবে, অভিনেত্রীর টিম থেকে খবরটি ভুয়া বলে দাবি করা হয়েছে।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি দুবাইয়ে একটি ক্লাবের উদ্বোধনে গিয়েছিলেন পূজা। সেই সময়ে অভিনেত্রীকে জনৈক ব্যক্তি নাকি সরাসরি মৃত্যুর হুমকি দিয়ে বসেন। পরে তড়িঘড়ি দুবাইয়ে কাজ মিটিয়ে ভারতে ফিরে যান পূজা।

খবরটি ছড়িয়ে পড়তেই পূজা হেগড়ের বেশ কয়েকজন ভক্ত তাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। একজন লেখেন, 'এটি মোটেও ভালো কাজ নয়।' কেউ আবার লিখেছেন, 'ওহ গড! দয়া করে নিরাপদে ভারতে পৌঁছান।' অনেকেই জিজ্ঞাসা করেন যে অভিনেত্রী ভালো আছেন কিনা।

অভিনেত্রীর টিম এখনও পর্যন্ত কিছু স্পষ্ট করেননি, যে এমন কোনও ঘটনা ঘটেছে কিনা। অভিনেত্রীর একজন প্রতিনিধি বলেন, আমরা জানি না কারা এই ভুয়া খবর রটাতে শুরু করেছে। এটা সম্পূর্ণ অসত্য।'

কাজের ফ্রন্টে, পূজা হেগড়েকে শেষ দেখা গিয়েছিল সালমান খানের 'কিসি কা ভাই কিসি কি জান' ছবিতে। এই বছরের এপ্রিলে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিটি মিশ্র পর্যালোচনাও পেয়েছে সমালোচকদের কাছ থেকে। এবং ভারতীয় বক্স অফিসেও তেমন ফেলতে ব্যর্থ হয়েছে। এরপর পূজাকে একটি আসন্ন অ্যাকশন থ্রিলারে শাহিদ কাপুরের সঙ্গে অভিনয় করতে দেখা যাবে। যার নাম 'দেবা'। ছবিটি পরিচালনা করেছেন রোশন অ্যান্ড্রুজ এবং প্রযোজনা করেছেন সিদ্ধার্থ রায় কাপুর এবং জি স্টুডিওস।

ঐশ্বরিয়া মা হিসেবে কেমন, বিচ্ছেদের জল্পনার মাঝেই ভাইরাল অভিষেকের মন্তব্য

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০০৭ সালে অমিতাভ বচ্চনের ছেলে অভিষেক বচ্চনকে বিয়ে করেন বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী ঐশ্বরিয়া রায়। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে বচ্চন পরিবারের বৌমা তিনি। ২০১১ সালে জন্ম দেন মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের। গত প্রায় দু'দশকের পথ চলায় একাধিকবার বিভিন্ন ধরনের গুঞ্জন তৈরি হয়েছে বচ্চন পরিবারকে ঘিরে। এমনকি, কয়েকবার অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার বিবাহবিচ্ছেদের কানাঘুষাও শোনা গেছে। তবু প্রতিবার নিন্দুকদের ভুল প্রমাণ করেছেন এই জুটি। কিন্তু গত কয়েক মাস ধরে গুঞ্জন, ফাটল ধরেছে অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার সম্পর্কে। শোনা যাচ্ছে, বচ্চন পরিবারের অন্দরে চলছে ঘোর অশান্তি। ঐশ্বরিয়ার দূরত্ব তৈরি হয়েছে শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে। এত আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু বচ্চন পরিবারের কেউই এ বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও কথা বলেননি। গত কয়েক মাস ধরেই ছাড়া ছাড়া অভিষেক-ঐশ্বরিয়া। এর মাঝেই ভাইরাল অভিষেকের পুরনো এক সাক্ষাৎকার। কেমন মা হতে পেরেছেন ঐশ্বরিয়া, জানালেন জুনিয়র বচ্চন।

যেখানে ঐশ্বরিয়া রায়, সেখানেই তার কন্যা আরাধ্যা। মা-মেয়েকে একসঙ্গেই দেখা যায় সব সময়। মেয়ের বয়স ১১। এখনও সব জায়গায় মায়ের হাত ধরে থাকতেই দেখা যায় আরাধ্যাকে। ছোটবেলা থেকে সারাক্ষণ মায়ের সঙ্গে থাকে সে। আরাধ্যার জন্মের পর থেকেই কাজ কমাতে শুরু করেন ঐশ্বর্যা। আরাধ্যা জন্মের পর ওজনও অনেকটা বেড়ে যায়, তার জন্য কম কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়নি তাকে। বর্তমানে বেশ কিছু ব্র্যান্ডের প্রচার দূত ও হাতেগোনা কয়েকটা ছবি করছেন। ২০১৭ সালে ঐশ্বরিয়ার প্রশংসা করে অভিষেক বলেন, "মা হিসেবে ঐশ্বরিয়া শ্রেষ্ঠ, আমার চোখে ও 'সুপারমম'। আরাধ্যার জন্মের পর থেকে গোটা সময়টা মেয়েকেই দিয়েছে। একটা দিনের জন্য কোনও অভিযোগ করতে শুনিনি। তবে মেয়ে হওয়ার পর যখন ওর বেশ কিছুটা ওজন বৃদ্ধি পায়। সেই সময় লোকের কটু কথা শুনলে আমার খারাপই লাগত।"

এবার 'ডাঙ্কি'র জন্য বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে শাহরুখ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতীয়দের অনেকেই মনের ইচ্ছা পূরণের জন্য বৈষ্ণোদেবীর দর্শনে যান। বলিউড বাদশা শাহরুখও এর ব্যতিক্রম নন। চলতি বছরে তৃতীয়বারের মতো মাতা বৈষ্ণোদেবীর মন্দিরে উপস্থিত হনকিং খান।

বছরের শেষে বড়দিনের আবহেই মুক্তি পাচ্ছে শাহরুখের নতুন সিনেমা 'ডাঙ্কি'। এর আগেই বলিউডের এ সুপারস্টার গেলেন বৈষ্ণোদেবীর দর্শনে।

এর আগেও এ বছর একাধিকবার মাতার দর্শনে এসেছিলেন শাহরুখ খান। চলতি বছর নিজের সিনেমা মুক্তির আগে-আগেই দেবীকে প্রণাম জানাতে যান বলিউড বাদশা। এ বছর এ নিয়ে তৃতীয়বার বাদশা আসেন বৈষ্ণো-মাতার মন্দিরে।

চলতি বছরের জানুয়ারিতে 'পাঠান' এবং সেপ্টেম্বরে 'জওয়ান' মুক্তির আগে তিনি বৈষ্ণোদেবী দর্শন করেছিলেন। মা বৈষ্ণোদেবীকে সিনেমা সাফল্যের জন্য প্রার্থনা জানাতেই সম্ভবত তিনি আসেন দেবীর দরবারে।

সেখানে গিয়ে শাহরুখ বৈষ্ণোদেবীমন্দির বোর্ডের কর্মকর্তা এবং কয়েকজন পুলিশকর্তার সঙ্গে কথা বলেন। এ নিয়ে ১১ মাসে তিন বার বৈষ্ণোদেবী দর্শন করছেন শাহরুখ। সেইসময় মুখ ঢেকে রেখেছিলেন শাহরুখ।

শাহরুখ খানের 'ডাঙ্কি' পরিচালনা করেছেন রাজ কুমার হিরানি। সঙ্গে দেখা যাবে ভিকি কৌশল, তাপসী পান্নু এবং বোমান ইরানির মতো অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। সিনেমাটি নিয়ে ভক্তদের মধ্যে চলছে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা।

চলতি বছর বক্স অফিসে ঝড় তুলেছেন শাহরুখ। দুর্দান্ত হিট করেছে 'পাঠান' এবং 'জওয়ান' সিনেমা। এ দুটি সিনেমা বলিউডের সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে। তাই এবার তার নিশানা 'ডাঙ্কি'। এখন দেখার বিষয় হচ্ছে এ সিনেমাটি কতটা সাড়া ফেলে। তবে শাহরুখের এ মন্দির দর্শন যে সারা ভারতের কাছে আবারও একটি সম্প্রীতির উদাহরণ তুলে ধরল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

সেই বিতর্ক নিয়ে
মুখ খুললেন শামি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : বিশ্বকাপে ২৪ উইকেট নিয়ে ভারতীয় পেসার মোহাম্মদ শামি দাপট দেখিয়েছিলেন। সেই সাথে তার এক কাণ্ডে বিতর্কও তৈরি হয়। তিনটি ম্যাচে ৫টি করে উইকেট নিয়েছিলেন তিনি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৫ উইকেট নিয়ে মাটিতে বসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন শামি। তবে তার সেই ভঙ্গিটা ছিল অনেকটা সেজদায় যাওয়ার মতো। তবে সেজদা না করে মাঝ পথেই থামেন তিনি।

আর এতেই একদল বলেন, উগ্রপন্থীদের আক্রমণ থেকে বাঁচতেই শামিকে এই পথ ধরতে হয়েছে। তার অবশ্য যৌক্তিক কারণও আছে। ২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিপক্ষে খারাপ খেলায় শামি তীব্র ট্রোলের শিকার হয়েছিলেন। অনেকে তাকে ভারত ছেড়ে পাকিস্তানেও যেতে বলেছিলেন। ২ নভেম্বরের সেই ম্যাচের ৪১ দিন পর মুখ খুলেছেন শামি। তিনি বলেছেন,ও আমি যদি প্রার্থনা করতে চাই, তাহলে কে আমাকে আটকাবে? কাউকে প্রার্থনা করা থেকে বিরত করা যায় না। আমি প্রার্থনা করতে চাইলে অবশ্যই করব। তাতে কার কী সমস্যা? মুসলিম ধর্মাবলম্বী হিসাবে আমি অত্যন্ত গর্বিত। এক জন ভারতীয় হিসাবেও আমি ভীষণ গর্বিত। তাতে কার কী সমস্যা? আমাকে কি প্রার্থনা করার জন্য কারও কাছ থেকে অনুমতি নিতে হবে? তেমন হলে এই দেশে কেন থাকব?'

শামি এখানেই থামেননি। ক্ষোভের সঙ্গে আরও বলেছেন, '৫ উইকেট নিয়ে আগে কি কখনও সিজদা দিয়েছি আমি? অনেক বার ৫ উইকেট নিয়েছি। তা হলে আমাকে বলে দেওয়া হোক কোথায় গিয়ে প্রার্থনা করব? সেখানে গিয়েই প্রার্থনা করব আমি।'

শামি অবশ্য সমালোচকদের বেশি গুরুত্ব দিতে চান না। তিনি বলেছেন, 'আসলে এইসব লোকেরা কারও পক্ষে থাকে না। এরা শুধু হইচই করতে চায় কিছু একটা নিয়ে। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে আমি নিজের ২০০ শতাংশ দিয়ে বল করেছিলাম। ওদের পর পর উইকেট পর ছিল। ৩ উইকেট নেওয়ার পর মনে হয়েছিল, আমাকে অন্তত আরও একটা উইকেট নিতে হবে। মনে হচ্ছিল ৫ উইকেট হয়ে যেতে পারে। তার আগে আমার অনেকগুলো বল ব্যাটারদের ব্যাটের কানার খুব কাছ দিয়ে চলে গিয়েছিল। তাই একটু হতাশ লাগছিল। কিছুটা ক্লান্ত লাগছিল। ৫ উইকেট পাওয়ার পর তাই মাটিতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়েছিলাম। অথচ কিছু মানুষ সেটার অন্য অর্থ তৈরি করল। আমি মনে করি যারা এ সব ভুলভাল ব্যাখ্যা করে, তাদের আসলে কোনও কাজ নেই।'

হোঁচট খেলো বার্সা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আগেই শেষ ষোলো নিশ্চিত করেছে বার্সেলোনা। গত রাতে সাইড বেঞ্চের ফুটবলারদের সুযোগ করে দিয়ে এবার হারের স্বাদ নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা। এলোমেলো বার্সাকে পেয়ে শুরুতে লিড নেওয়া অ্যান্টওয়ার্প। শেষ পর্যন্ত জয়ও পেয়েছে তারাই।

গোল পেতে খুব একটা সময় অপেক্ষা করতে হয়নি অ্যান্টওয়ার্পকে। তবে বিরতির আগেই সমতায় ফেরে বার্সা। ৩৫তম মিনিটে ফেরান তোরেস গোল করে বার্সাকে ফেরান। প্রথমার্ধে আর কেউই গোল পায়নি। তাই সমতায় শেষ হয় খেলা।

তবে বিরতি থেকে ফিরেই আরও একবার বার্সার জাল খুঁজে পায় অ্যান্টওয়ার্প। ৫৬তম ফের এগিয়ে যায় তারা। নির্ধারিত সময়েও এগিয়ে ছিল তারা। কিন্তু যোগ করা সময়ের এক মিনিটে মার্ক গুইয়ুর গোলে আবার সমতায় ফেরে বার্সা। কিন্তু পরের মিনিটে গোল করে ৩-২ গোলে জয়ের আনন্দে মাতে অ্যান্টওয়ার্প।

শেষ পর্যন্ত বেঞ্চের শক্তি পরখ করতে গিয়ে ৩ পয়েন্ট হারাতে হলো বার্সাকে।

অস্ট্রেলিয়ার নতুন সহ-অধিনায়কের দায়িত্বে হেড

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ অধিনায়ক হিসেবে এমনিতেই আলোচনায় ছিল ট্রাভিস হেডের নাম। এবার তা আনুষ্ঠানিক ভিত্তিও পেল। বাঁহাতি এই আগ্রাসী ব্যাটসম্যানকে টেস্ট দলের নতুন সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। আগের সহ-অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথও আছেন দায়িত্বে। সিনিয়র সহ-অধিনায়ক থাকবেন তিনিই। অধিনায়ক প্যাট কামিন্সকে কোনো কারণে না পাওয়া গেলে নেতৃত্ব দেবেন এখনও স্মিথই। তবে তার পাশাপাশিই এবার আনুষ্ঠানিকভাবে 'লিডারশিপ গ্রুপ'-এ রাখা হলো হেডকে। স্মিথের বয়স পেরিয়ে গেছে ৩৪। নিয়মিত অধিনায়কের দায়িত্ব তিনি আর পাবেন না বলেই ধারণা করা হয়। কামিন্সের বয়স যদিও কেবল ৩০, তবে তিনিও নানা সময়ে বলেছেন যে লম্বা সময় নেতৃত্বে থাকতে চান না। ফাস্ট বোলার হিসেবে তাকে নিয়ে এক শঙ্কা তো সবসময় আছেই। ২৯ বছর বয়সী হেডকেই পরবর্তী অধিনায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছে অস্ট্রেলিয়া।

যৌথ সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটে বা হেডের নিজের জন্যও নতুন নয়। ২০১৮ সালে বল টেম্পারিং বিতর্কের পর টিম পেইন যখন অধিনায়ক ছিলেন, দলের ভেতর ভোটাভুটির ভিত্তিতে জশ হেইজেলউড ও মিচেল মার্শকে যৌথভাবে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল। পরে পেইনের সময়ই যৌথ সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পান কামিন্স ও হেড।

সেই পথ ধরেই পরে অধিনায়ক হয়ে ওঠেন কামিন্স। কিন্তু ফর্ম হারিয়ে দল থেকে বাদ পড়ার পাশাপাশি সহ-অধিনায়কের দায়িত্বও হারান মার্শ, হেইজেলউড ও হেড। পরে সহ-অধিনায়ক করা হয় স্মিথকে। কামিন্সের অনুপস্থিতিতে গত দুই বছরে চারটি টেস্টে নেতৃত্ব দেন অভিজ্ঞ এই ব্যাটসম্যান। যে ফর্মের কারণে দায়িত্ব হারিয়েছিলেন হেড, সেই ফর্মই এবার তাকে ফিরিয়ে দিল দায়িত্ব। গত দুই বছরে সব সংস্করণেই অস্ট্রেলিয়ার প্রধান পারফরমারদের একজন তিনি। এবার বিশ্বকাপের সেমি-ফাইনাল ও ফাইনালে অসাধারণ পারফরম্যান্সের পর তো তার বৃহস্পতি বলা যায় তুঙ্গে। পাকিস্তানের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ আগের দিন পেলেন সহ-অধিনায়ক হওয়ার সুখবর।

অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মহলে হেডের নেতৃত্বগুণকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখা হচ্ছে অনেক আগে থেকেই। মাত্র ২১ বছর বয়সেই তাকে সাউথ অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক করা হয়েছিল। শেফিল্ড শিল্ডে ৬২ ম্যাচে নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। তার নেতৃত্বে তিন মৌসুমের ভেতর দুটি শিল্ড ফাইনাল খেলেছে দল। একদিনের ম্যাচের আসরেও দুবার দলকে ফাইনালে তোলায় নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি।

বিগ ব্যাশে তার নেতৃত্বে ২০১৭-১৮ মৌসুমে শিরোপা জিতেছে অ্যাডিলেইড স্ট্রাইকার্স। এছাড়া অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলকে নানা সময় নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। অধিনায়কত্বের অভিজ্ঞতা আছে তার কাউন্টি ক্রিকেটে উস্টারশায়ারের হয়েও। এমনিতেই অস্ট্রেলিয়া দলের ভেতর তুমুল জনপ্রিয় হেড। তাকে সম্ভাব্য অধিনায়ক হিসেবে দেখার একটা বড় কারণ এটা। পাশাপাশি তার ক্রিকেট মেধার কথাও মনে করিয়ে দিলেন কামিন্স। তিনি বলেন, তার যে ব্যক্তিত্ব, দলে যেভাবে নিজেকে উপস্থাপন করে, আমরা সবাই তা ভালোবাসি। সে যেভাবে ক্রিকেট খেলে, সেখানেও তা ফুটে ওঠে। একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ স্বাধীনতা ফুটে ওঠে সেখানে। খেলাটায় দাপট দেখাতে চায় সে। এটিই সে উপভোগ করে। তার মুখে সবসময় হাসি লেগেই আছে। কখনোই কোনো কিছু অতিরিক্ত সিরিয়াসলি নেয় না। দলীয় মনোবল বাড়ানোর জন্য দলকে এককাট্টা করা ও সতীর্থদের যাদের প্রয়োজন, তাদের কাঁধে হাত রাখার ক্ষেত্রে সে দারুণ একজন।

কামিন্স আরও জানান, কখনও কখনও এমন একজনকে নিয়ে লোকে ভুল বোঝে যে, খেলাটা নিয়ে তার ভাবনা হয়তো গভীর নয়। তবে আমার মনে হয়, সে (হেড) ট্যাকটিক্যালি অসাধারণ। দারুণ একজন নেতা হয়ে ওঠার সব উপকরণই তার মধ্যে আছে, যেমনটি সাউথ অস্ট্রেলিয়ার হয়ে বেশ কবছর ধরেই দেখে আসছি আমরা এবং সেটিকেই এখন অস্ট্রেলিয়া দলে খানিকটা আনুষ্ঠানিক রূপ দিলাম আমরা।

বিদায়ী টেস্ট সিরিজ
খেলতে নেমেই ওয়ার্নারের সেঞ্চুরি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : পাকিস্তানের বিপক্ষে ঘরের মাঠে টেস্ট সিরিজ দিয়ে সাদা পোষাকের ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা আগেই দিয়েছিলেন অজি তারকা ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নার। ৩৭ বছর বয়সী এই ক্রিকেটারের বিদায়টা স্মরণীয় করে রাখতে চায় অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট বোর্ডও। আজ তিন ম্যাচ টেস্ট সিরিজের প্রথমটিতে পার্থে ব্যাট করতে নেমে দারুণ ছন্দে আছেন ওয়ার্নার। ১২৬ বলে ১৪ চার ও এক ছয়ের মারে তিন অঙ্কের ম্যাজিক ফিগারে পৌঁছান তিনি।

এক দশকেরও বেশি সময় ধরে অস্ট্রেলিয়া দলের অন্যতম ভরসা ওয়ার্নার। কিন্তু টেস্টে তার সাম্প্রতিক বাজে ফর্ম সমালোচনার জন্ম দেয়। ২০২১ সালের জানুয়ারি থেকে টেস্টে মাত্র ১টি সেঞ্চুরি করেছিলেন তিনি। পাকিস্তানের বিপক্ষে টস জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন অজি অধিনায়ক প্যাট কামিন্স। উসমান খাজাকে নিয়ে উদ্বোধনী জুটিতে শতোধর্ব রান তোলেন ওয়ার্নার। শাহিনের শিকার হওয়ার আগে খাজা করেন ৯৮ বলে ৪১ রান। এরপর তিনে ব্যাট করতে নেমে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি মারনাস লাবুশানে। ২৫ বলে ১৬ রান আসে তার ব্যাট থেকে।

দুই উইকেট হারিয়ে ফেললেও একপ্রান্তে অবিচল ছিলেন ওয়ার্নার।

ফিফা বর্ষসেরা কোচের
দৌড়ে গার্দিওলা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২০২৩ ফিফা বর্ষসেরা কোচের লড়াইয়ে সেরা তিনে জায়গা করে নিয়েছেন পেপ গার্দিওলা, লুসিয়ানো স্পালেত্তি এবং সিমোন ইনজাগি। ফিফার ওয়েবসাইটে বর্ষসেরা কোচের তিন ফাইনালিস্টের নাম প্রকাশ করা হয়েছে।

১৯ ডিসেম্বর ২০২২ থেকে ২০ আগস্ট ২০২৩ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ছেলেদের ফুটবলের সেরা কোচদের বেছে নিয়েছে ফিফা। সেখান থেকে একজনের হাতে উঠবে বর্ষসেরার পুরস্কার। ২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারিতে লন্ডনে প্রদান করা হবে পুরস্কার।

বছরের সেরা কোচদের মধ্য থেকে শুরুতে পাঁচ জনকে বেছে নিয়েছিল ফিফার বিশেষজ্ঞদের প্যানেল। সেই তালিকা থেকে আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ড (যেখানে আছেন জাতীয় দলের কোচ ও অধিনায়ক, ফুটবল সাংবাদিক এবং ফিফার অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে ভোট প্রদান করা সমর্থকরা) বেছে নেয় সেরা তিনজনকে।

সেরা তিনে থাকা গার্দিওলা নিঃসন্দেহে গত মৌসুমে নিজের নাম ইতিহাসের পাতায় স্থায়ীভাবে অঙ্কিত করে নিয়েছেন। প্রথম কোচ হিসেবে তিনি দুইবার ট্রেবল জেতার কীর্তি গড়েছেন। ২০০৯ সালে বার্সেলোনাকে একাধারের লিগ, কাপ এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতিয়েছিলেন তিনি। গত মৌসুমে ম্যানচেস্টার সিটিকেও একই সাফল্য পাইয়ে দিয়েছেন এই অভিজ্ঞ স্প্যানিশ কোচ।

অশ্বিনকে
'গুরু' মানেন লায়ন

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ক্যারিয়ারের শেষের দিকে এসে লাল বলের ক্রিকেটেই বেশি মনযোগী রবিচন্দ্রন অশ্বিন। বাকি দুই ফরম্যাটে অনিয়মিত তিনি। তবে অশ্বিনের মতো বোলিংয়ে এমন বৈচিত্র আনতে পারাটা স্বপ্নের মতোই নাথান লায়নের। অজি এই স্পিনার সাদা পোশাকের ক্রিকেটে দেশের অন্যতম সেরা এবং অভিজ্ঞ স্পিনার। তিনি জানালেন, অশ্বিনের থেকে অনেক কিছুই শিখেছেন তিনি।

অশ্বিনের প্রশংসা করে লায়ন বলেন, 'আপনি অশ্বিনকে দেখুন, সে বিশ্বমানের বোলার এবং আমি তাকে খুব কাছ থেকেই দেখেছি ক্যারিয়ারের শুরু থেকে। বিশ্বের বিভিন্ন কন্ডিশনে আমরা একে অপরের বিপক্ষে খেলেছি। তার জন্য শ্রদ্ধা ছাড়া আর কিছুই নেই আমার। আমি অবশ্যই তার কাছ থেকে শিখেছি।'

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অশ্বিন ও লায়ন দুইজনই ৫০০ উইকেটের মাইলফলক পার করেছেন। এই মাইলফলক ছুঁতে পেরে বেশ উচ্ছ্বসিত লায়ন। ক্যারিয়ার জুড়ে তার এমন সফলতার অন্যতম কারণ, বরাবরই নতুন কিছু শিখতে চাওয়া বলে মনে করেন তিনি।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ নিয়ে
আক্ষেপ নেই টেন হাগের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : প্রিমিয়ার লিগে সময়টা ভালো কাটছে না ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের। মঙ্গলবার রাতে নিশ্চিত হয়েছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে না খেলাও। এমনকি গ্রুপে সবার নিচে থাকায় খেলা হচ্ছে না ইউরোপা লিগে।

বায়ার্ন মিউনিখের কাছে ঘরের মাঠে ১-০ গোলে হারে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাতে নিশ্চিত হয় কোপেনহেগেন ও গ্যালাতাসারের পরের থাকছে তারা। এতে চাপ বেড়েছে কোচ এরিক টেন হাগের ওপর। যদিও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ থেকে বাদ পড়া নিয়ে তার কোনো আফসোস নেই। বায়ার্নের বিপক্ষে ম্যাচের পর হাগ বলেছেন, 'আমি আক্ষেপ নিয়ে এই টুর্নামেন্টের দিকে তাকাচ্ছি না। আমরা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে থাকতে চেয়েছি আর সবসময়ই লক্ষ্য হচ্ছে নক আউটে যাওয়া। কিন্তু আমাদের এখান থেকে শিখতে হবে আর এটা মানতে হবে যে আমরা ভালো ফুটবল খেলেছি।'

'দেখুন আমরা হেরে গিয়েছি এটা ঠিক। আমরা টুর্নামেন্ট থেকেও ছিটকে গিয়েছি। তবে আমাদের সামনে এখনও অনেক খেলা আছে। এই মুহূর্তে আমাদের সামনে রয়েছে প্রিমিয়ার লিগ এবং আপাতত সেটার উপরেই আমরা বেশি মনোযোগ দিতে চাই।'

প্রিমিয়ার লিগে ১৬ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে এখন ছয় নম্বরে আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। তাদের সামনে আছে এফএ কাপও। আপাতত এই দুই টুর্নামেন্টেই সব মনোযোগ দিতে চান বলে জানিয়েছেন টেন হাগ।

'নাটক' শেষে ষোলোতে পিএসজি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : গত রাতে বরুসিয়া ডর্টুমন্ডের বিপক্ষে মাঠে নেমেছিল পিএসজি। নাটকীয়তায় ভরা ম্যাচে শেষ পর্যন্ত ১-১ সমতায় ডর্টমুন্ডের সঙ্গে ড্র করে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ ষোলোয় পা রেখেছে পিএসজি।

প্রথমার্ধেই বেশ কিছু সুযোগ পেয়েছিল পিএসজি। কিন্তু কাজে লাগাতে পারেনি। সুযোগ নষ্ট করে গোল শুন্য সমতায় প্রথমার্ধ শেষ করে এমবাপ্পেরা।

দ্বিতীয়ার্ধে নেমে গোল হজম করে পিএসজি। ফলে নক আউটের পথ থেকে অনেকটাই দূরে সরে যায় তারা। কিন্তু রোমাঞ্চের তখনো সবটাই যেন বাকি ছিল। এরপর এমবাপ্পে গোল করলে সেটা অফ সাইডে বাতিল হয়। তবে শেষদিকে গোল করে ঠিকই ম্যাচে ফিরেছে পিএসজি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR